দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

(১৬) বিদ্যালয়ের পরিবেশ আনন্দঘন এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০১০ সাল হতে উপজেলা পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ২০১১ সাল হতে ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ যথাক্রমে ৬০,৭৭৬টি ও ৫৯,৭০০টি স্কুল অংশগ্রহণ করে।

(১৭) বিদ্যালয়ের শিখন শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমণ্ডলীকে সহায়তা প্রদান, বিদ্যালয়ে ১০০% ছাত্র ভর্তি ও অংশগ্রহণ জোরে সহযোগিতা ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে।

(১৮) বর্তমান সরকারের আমলে ৪৫ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্ট পদসমূহ বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে ১,৮৫২ জন, সহকারী শিক্ষক পদে ৬৯,৪০৪ জন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ৯,৫০০ জন, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ১,৭৮০ জনসহ চাকরি খাতে মোট ৮২,৫৩৬ জন এবং উন্নয়ন খাতে ১৮৯ জন সর্বমোট ৮২,৭২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

(১৯) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস হতে পূর্ণ বেতনের ১০০% প্রদান করা হচ্ছে।

(২০) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন করা এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ৪২,৬১১ জন শিক্ষকের প্যানেল প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শূন্য পদে নির্বাচিত প্যানেল হতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্যানেল হতে ৯,৫০০ জনকে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং এতে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(২১) ৩৭,৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে অতিরিক্ত একজন করে ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আপাতত ১৫,০০০ পদে জনবল নিয়োগ করা হবে।

(২২) বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ১৫০০ বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৭ জন করে ৭,৫০০ জন শিক্ষকের, সমন্বয়াধীন ১২টি সিটিআই-এর প্রতিটিতে ৩৭ জন করে মোট ৪৪৪টি পদ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রত্যেকটিতে ১টি করে সরকারি কাজ প্রবর্তন-এর মোট ৩৬,৯৮৮টি পদ সৃজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(২৩) যোগ্যতার শীর্ষবিন্দুকরণ মাঠ পর্যায়ে ১৩ জন কর্মকর্তাকে উপপরিচালক, ২০ জনকে সহকারী পরিচালক, ৩৮ জনকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৭৩৬ জনকে সিটিআই সুপার, ২৩ জনকে সহকারী সিটিআই সুপার এবং ৯৩ জনকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৫৮ জন সহকারী পরিচালকের চাকরি স্থায়ীকরণ করে নিয়োগপত্র প্রেরণ প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) দেশের সকল সিটিআইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১২ মাসব্যাপী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন-এর পরিবর্তে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্স চালু করা হবে। ৭টি সিটিআইতে ১লা জুলাই, ২০১২ হতে পরীক্ষামূলকভাবে ৬মাস কোর্সের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(২৫) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫৮ ধরনের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক টিচার্স গাইড তৈরি করে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হচ্ছে।

(২৬) এছাড়াও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(২৭) অ্যাক্টিভিটিজ্যাম প্রণয়নে চাহিদা পরিচালনার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(২৮) জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সাথে নাগরিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নাগরিক সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। নাগরিক সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সার্টিফিকেট সনদ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(২৯) মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক কোমলমতির শিশুদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টজনের কাজের জন্য পুরস্কৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সরেজমিনে কাজের জন্য উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ও কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩০০ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং জাতীয়স্তরে সেরা বিদ্যালয়, সেরা শিক্ষক নির্বাচন করে তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। পাশাপাশি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অসদাচরণ কিংবা বিধিবহির্ভূত কাজের কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

(৩০) এছাড়াও সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক উন্নয়ন কার্যসূচির সাফল্যসমূহের ধারা পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।